আমাদের সময়

তারিখ ... 23 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনুমোদন পাচ্ছে আরও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

এম এইচ রবিন ●

দেশে নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে আরও কয়েকটি। বিশেষায়িত পাঠ্যক্রম এবং রাজধানীর বাইরে স্থাপনের লক্ষ্যে অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) যাচাই-বাছাইয়ের পর অনুমোদনের প্রস্তাবনা তৈরি করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই প্রস্তাবের ফাইল শিগগির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে।

তালিকায় শীর্ষে আছে

ইউআইটিএস, ক্যামব্রিয়ান ইউনিভার্সিটি, রুহুল আমিন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ বেঙ্গল (বরিশাল), রেডব্রিক ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী সিটি বিশ্ববিদ্যালয়

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তথ্যানুযায়ী, শতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন উদ্যোক্তরা। দেশের প্রতি জেলায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে– সরকারের এমন বক্তব্যের পর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ চেয়ে আবেদনের হিড়িক পড়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন জমা হয়েছে ১০৮টি। এর মধ্যে ইউজিসি প্রায় অর্ধশতাধিক আবেদনকারীর প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই করেছে বলে জানা গেছে।

রাজধানীর বাইরে এবং বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের পক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতানুগতিক ও রাজধানীকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে নয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য চাকরির বাজারে চাহিদা অনুসারে পাঠ্যক্রম এবং মফস্বল শহরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ দিতে বেশি আগ্রহী সরকার। এসব বিবেচনা করেই

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

অনুমোদন পাচ্ছে আরও বেসরকারি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) আবেদনকৃত নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত সপ্তাহে এক নীতিনির্ধারণী সভায় নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নেওয়ার জন্য প্রস্তাবপত্র তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রধানকে নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বৈঠকে নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরের স্থানকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন তিনি এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে প্রযুক্তিনির্ভর বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় বাছাইয়ের পরামর্শ দিয়েছেন।

জানা গেছে, যাচাই-বাছাই শেষে শিগগির অন্তত চারটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে রাজধানী ও বিভাগীয় শহরে। যেসব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেসব জেলায়ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চেয়ে আবেদন করেছেন অনেক উদ্যোক্তা।

অনুমোদন প্রক্রিয়ার বাছাই তালিকায় শীর্ষে আছে পিএইচপি গ্রুপের ইউআইটিএস চট্টগ্রাম, ক্যামব্রিয়ান কলেজের চেয়ারম্যান লায়ন এমকে বাশারের নামে ক্যামব্রিয়ান ইউনিভার্সিটি, জাতীয় পার্টির নেতা রুহুল আমিন হাওলাদারের নামে রুহুল আমিন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ বেঙ্গল (বরিশাল), বরিশালের প্রয়াত মেয়র শওকত হোসেন হিরণের রেডব্রিক ইউনিভার্সিটি (বরিশাল), রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের রাজশাহী সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, ড. আবুল হোসেনের খাজা মঈনুদ্দীন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আর নারায়ণগঞ্জে বেস্টওয়ে গ্রুপের বেস্টওয়ে ইউনিভার্সিটি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে অন্তত চারটি অনুমোদন পেতে যাচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ১৯৯২ সালে ২টি, ১৯৯৩ সালে ৪টি, ১৯৯৫ সালে ৩টি, ১৯৯৬ সালে ৫টি, ২০০০ সালে ১টি, ২০০১ সালে ৮টি, ২০০২ সালে ১০টি, ২০০৩ সালে ১৫টি, ২০০৪ সালে ১টি, ২০০৫ সালে ১টি এবং ২০০৬ সালে ২টিসহ মোট ৫২টি। ২০০৭-২০১১ পাঁচ বছরে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। এরপর ২০১২ সাল থেকে ২০১৫ আগস্ট পর্যন্ত ৩৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর আগে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে অনুমোদন দেওয়া হয় ৩৭টির। সর্বমোট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছে ৮৫টি। এগুলোর তালিকা ইউজিসির ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী। এর মধ্যে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। আদালতের রায় নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।